

পৌরবসতি বা শহরবসতি

[Urban Settlement]

2.1. ভূমিকা (Introduction) :

গ্রামীণ বসতি অপেক্ষা শহর বসতিই কোনো অঞ্চলের বা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক নির্দেশ করে। গ্রামীণ ও শহর বসতির মধ্যে আকারে ও আয়তনগত দিক থেকে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। এদের মধ্যে মূল পার্থক্য হল, গ্রামের অধিকাংশ মানুষ প্রাথমিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপে নিযুক্ত থাকে। কিন্তু শহরে বেশির ভাগ অধিবাসী তৃতীয় এবং চতুর্থ স্তরের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকে, যেমন— ব্যবসাবাগিজ্য, শিল্পকর্ম ইত্যাদি।

কৃষি ও শিল্পে উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নগরায়ণ (Urbanization) ঘটেছে। ফলে গ্রামীণ বসতি শহরে এবং শহর নগরে রূপান্তরিত হচ্ছে। এমনকি বনভূমি কেটে পরিষ্কার করে সেখানে নগরের পত্তন ঘটছে।

2.2. পৌর বসতির সংজ্ঞা (Definition of Urban Settlement) :

পৌর' কথাটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Urban', ল্যাটিন শব্দ 'Urbanus' থেকে উৎপত্তি ঘটেছে। এটি সম্পূর্ণভাবে গ্রামীণ বসতির বিপরীত বৈশিষ্ট্য বহন করে। সাধারণত দু-একটি সংজ্ঞার মাধ্যমে পৌরবসতির সঠিক স্বরূপ নির্ধারণ করা অসম্ভব। সেজন্য পৌর বসতির সঠিক এবং সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া খুবই অসুবিধাজনক।

2.3. জনগণনাভিত্তিক সংজ্ঞা (Census Definition) :

ভারতীয় আদমশুমার অনুসারে কোনো এলাকা পৌর বসতির অন্তর্ভুক্ত হতে গেলে তার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

- (i) পৌর বসতির ন্যূনতম জনসংখ্যা 5000 জন হবে।
- (ii) প্রতিবর্গকিমিতে জনঘনত্ব 386 জন হতে হবে।
- (iii) অধিবাসীদের 75% বা তার বেশি গৌণ প্রগৌণ ও অন্যান্য কাজে নিযুক্ত হতে হবে।
- (iv) পৌরবসতি মাত্রই কোনো পৌর প্রতিষ্ঠান, নিগম, উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, টাউনশিপ, কিংবা সেনাআবাস (Contonment) অঞ্চলের অন্তর্গত হবে।

2.3.1. জনসংখ্যার মানদণ্ডের ভিত্তিতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে পৌর বসতির সংজ্ঞা :

- পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে পৌর বসতি চিহ্নিত করা হয়। যেমন—
- (i) ডেনমার্ক, সুইডেন, ফিনল্যান্ডে বসতির জনসংখ্যা 250 জন বা তার বেশি হলে তাকে 'পৌর বসতি' বলে।
 - (ii) আইসল্যান্ডে পৌর বসতির জনসংখ্যা ন্যূনতম হবে 300 জন।
 - (iii) স্কটল্যান্ড, কানাডা, এবং ভেনেজুয়েলাতে 1000 বা তার বেশি জনবসতিযুক্ত এলাকে পৌরবসতি বলে।
 - (iv) ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা, পোর্টুগাল দেশে 2000-এর বেশি জনবসতি পৌর বসতির অন্তর্গত।
 - (v) পৌর বসতির জনসংখ্যা থাইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্রে 2500 জনের বেশি হয়।
 - (vi) নেদারল্যান্ডে 20,000-এর বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট বসতিকে পৌর বসতি বলে।
 - (vii) স্পেন এবং গ্রিসে 10,000 জনের বেশি জনসংখ্যা কোনো বসতিতে বসবাস করলে তাকে পৌর বসতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
 - (viii) ভারতীয় আদমসুমার অনুসারে পৌর বসতির ন্যূনতম জনসংখ্যা হবে 5000 জন।

2.3.2. বিভিন্ন ভৌগোলিকের সংজ্ঞা :

শ্রেণ্যাত ভৌগোলিক R. B. Mondal-এর মতে, কোনো শহরের লোকসংখ্যা যখন এক লক্ষে পৌঁছায় তখন তাকে নগর নামে অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি হল শহরের বৃহত্তম রূপ। Hudson তাঁর রচিত 'A Geography of Settlements' পুস্তকে শহরের সংজ্ঞা দেন। তাঁর মতে একাধিক ছোটো ছোটো শহর ও নগর মিলে মহানগর গঠন করে। Diekension মহানগর বলতে কোনো আঞ্চলিক রাজধানীর উল্লেখ করেন।

2.4. নগর বসতির উদ্ভব (Origin of Urban Settlement) :

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শহর কিংবা নগরের উৎপত্তির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গ্রামীণ বসতির আয়তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি তার বিবর্তন এবং আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণে শহরের উদ্ভব ঘটে। শহর বসতির উদ্ভবের ক্ষেত্রে কোন্ নিয়ন্ত্রকটি অধিক কার্যকর হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। কিন্তু বেশির ভাগ শহর ভৌগোলিকদের (Urban Geographer) এবং পৌর ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিই নগরের উদ্ভবের প্রধান কারণ।

নগরায়ণের মধ্য দিয়ে শহর/নগর বসতি গড়ে ওঠে। নগরায়ণ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো গ্রামীণ এলাকা ধীরে ধীরে শহরের বৈশিষ্ট্যগুলি আহরণ করে এবং অধিবাসীরা কৃষিকাজের পরিবর্তে অন্যান্য শহরে পেশায় নিযুক্ত হন। নগরায়ণ প্রক্রিয়াতে পরিব্রাজন এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমাজবিজ্ঞানী লুইস মামফোর্ড নগর বসতির উৎপত্তিকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করেছেন। এগুলি হল — প্রথম পর্যায় — ইয়োপলিস (Eopolis) : এই পর্যায়ে নগরসভ্যতার সূচনা বলা হয়। এই সময় গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার কোথাও কোথাও ভাঙন ধরে এবং শহর বসতির সূচনা ঘটে। কৃষিকাজ এবং খনিকে কেন্দ্র করে এই জাতীয় পৌর বসতির উদ্ভব ঘটে।

দ্বিতীয় পর্যায় — পলিস (Polis) : মামফোর্ডের মতে ইয়োপলিস অপেক্ষা বড়ো পৌর বসতিকে পলিস বলা হয়। এই পর্যায়ে হস্তশিল্প, বিজ্ঞাননির্ভর প্রতিষ্ঠানের প্রভাব লক্ষ করা যায় শহর বসতিগুলিতে। অবশ্য গ্রামীণ সমাজের ধর্মীয় আচরণ এবং পরিবার পদ্ধতি শহর বসতিগুলিতে বিদ্যমান থাকে। বাজারকেন্দ্রিক পৌর বসতি কিংবা খুচরো বিক্রয়কেন্দ্রের ওপর নির্ভর করে পলিস গড়ে ওঠে।

তৃতীয় পর্যায় — মেট্রোপলিস (Metropolis) — মহানগর : এই পর্যায়ে নগর সভ্যতার বিকাশ পূর্ণতা লাভ করে। বিভিন্ন অঞ্চলের বাণিজ্যিক যোগাযোগ এবং সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময় বৃদ্ধি পায়। শ্রমবিভাজন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে প্রকাশ পায়। মহানগরগুলিতে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সুযোগ এবং বৈচিত্র্য অনেক বেশি বলে উদ্বাসুরা এর প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। এ ছাড়া মহানগর গুলিতে অধিবাসীদের খাদ্য সরবরাহের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়। মেট্রোপলিসের লোকসংখ্যা হয়

10 লক্ষ বা তার বেশি। 2011 জনগণনা অনুসারে ভারতে 39টি মহানগর আছে। এপ্রসঙ্গে কলকাতা, মুম্বাই, দিল্লি, চেন্নাই ইত্যাদি মেট্রোপলিসের উল্লেখ করা যায়।

চতুর্থ পর্যায় — মেগালোপলিস (Megalopolis) বা সুবৃহৎনগর : মহানগরগুলির সীমানা অধিক বিস্তৃত হয়ে পড়ে। সাংস্কৃতিক পরিবেশ উচ্চমানের হয়। শিক্ষা, স্থাপত্য, শিল্পকলা এবং আমোদ-প্রমোদের গুণমান বৃদ্ধি পায়। নগরগুলি প্রকৃতপক্ষে জাতীয় নগরের পর্যায়ে উন্নীত হয়। উত্তর আমেরিকা মহাদেশের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলভাগে নিউইয়র্ক, বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া এবং মরিসভিল এই চারটি মেট্রোপলিস এবং সংলগ্ন জনপদগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মেগালোপলিস সৃষ্টি করেছে।

পঞ্চম পর্যায় — টিরানোপলিস (Tyranopolis) : এই পর্যায়ে নাগরিক জীবন সামাজিক এবং রাজনৈতিক জটিলতার শিকার হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা নগর জীবন নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। নগরের অধিবাসীরা ক্রমশ নগরের সীমান্তবর্তী এলাকায় সরে যায়।

ষষ্ঠ পর্যায় — নেক্রোপলিস (Nekropolis) : ভূয়া নগরী এই পর্যায়ে নগর সভ্যতার বিনাশ এবং পুনরায় গ্রামীণ সভ্যতার উত্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

2.5. নগরের কায়িক গঠন (Urban Morphology) :

কোনো শহর কিংবা নগরের গঠন বলতে বোঝায় তার রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, বাণিজ্য এলাকা, শিল্পক্ষেত্র প্রভৃতির মিলিত রূপ। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নগরায়ণের ফলে শহরবসতির অনুভূমিক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উল্লম্ব বিস্তারও ঘটছে। কারণ বহুতল বাড়ির সংখ্যা বর্তমানে দ্রুত হারে বাড়ছে।

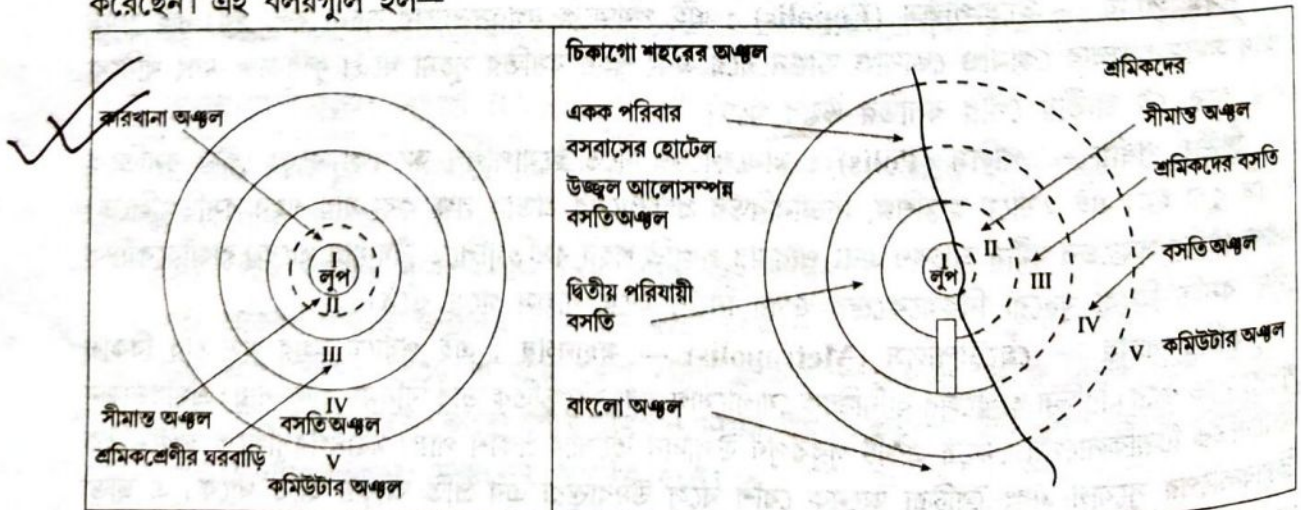
নগরের কায়িক গঠন সম্পর্কে সুপ্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গবেষণা চলছে। এ প্রসঙ্গে আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের শহরের অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে উল্লেখ করা যায়।

শহরের কায়িকগঠন সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী এবং নগরবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচলিত মতবাদগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল : (a) এককেন্দ্রিক মতবাদ (Concentric Theory); (b) বৃত্তকলা মতবাদ (Sector Theory) এবং (c) বহুকেন্দ্রিক মতবাদ (Multiple Nuclei Theory)

2.6. এককেন্দ্রিক মতবাদ (Concentric Theory) :

1923 খ্রিঃ সমাজবিজ্ঞানী E.W. Burges আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগো শহরের অভ্যন্তরীণ গঠনকাঠামো বিশ্লেষণ করেন। তিনি গবেষণাকালে এখানে নগরের বৃদ্ধিও তার গঠন বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে ‘Concentric Zone Model’ বা ‘Concentric Zone Hypothesis’-এর উল্লেখ করেন।

তিনি শিকাগো শহরের গঠনের ক্ষেত্রে মনে করেন যে, নির্দিষ্ট একটি কেন্দ্র থেকে শহরটি তার চারপাশে বলয়ের আকারে বিস্তৃত হয়েছে। তাই শিকাগো শহরের গঠন কাঠামোকে তিনি পাঁচটি বলয়ে (zone) ভাগ করেছেন। এই বলয়গুলি হল—



চিত্র 2.1

(a) **কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা (Central Business District)** : নগরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা অবস্থান করে। এটি একেবারে প্রথম ও সবচেয়ে ভিতরের বলয়। এই অঞ্চলটিকে লুপ (Loop) নামেও অভিহিত করা হয়।

এখানে ব্যবসাবাণিজ্য, বড়ো বড়ো দোকান, আর্থিক সংস্থাগুলির প্রধান দপ্তর, যেমন — বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক বিমা, প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান, অভিজাত হোটেল, বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্র, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কেন্দ্র, থিয়েটার হল প্রভৃতি গড়ে ওঠে। এই অঞ্চলকে বলা হয় শহরের মূলকেন্দ্র 'heart of the city'। এখানে জমির দাম খুব বেশি এবং চাহিদাও খুব বেশি, ফলে জমির ওপর তৈরি বাড়িভাড়া খুব বেশি হয়। এই কারণে ঘরবাড়িগুলি খুব কাছাকাছি অবস্থান করে এবং এগুলি বহুতল বিশিষ্ট হয়।

(b) **দ্বিতীয় বলয় (Transition)** : কেন্দ্রীয় বাণিজ্য বলয় বা এলাকাকে ঘিরে দ্বিতীয় বলয় বা পরিবর্তনশীল বলয় (Transition Zone) অবস্থিত। কেন্দ্রীয় বলয়ের কিছু কিছু কাজের প্রভাব এখানে থাকে। বাণিজ্যিক বৈশিষ্ট্য ক্রমশ পেতে পেতে আবাসিক ধারার সূচনা হয়।

(c) **শ্রমজীবী এলাকা বলয় (Zone of working men)** : শিল্প কলকারখানায় যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করেন এবং প্রথম দুটি বলয়ে কর্মরত শ্রমজীবীদের নিয়ে এই বলয় গঠিত। বিভিন্ন শিল্প কলকারখানাও এই বলয়ে অবস্থান করে।

(d) **উন্নত আবাসিক এলাকা (Zone of better Residence)** : এই অঞ্চলটি প্রকৃতপক্ষে কিছু মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকের আবাসস্থল। এলাকাটি নগরের শিল্প এলাকা এবং কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলের সঙ্গে উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা দ্বারা যুক্ত থাকে। বিভিন্ন চাকুরীজীবী সম্প্রদায়; যেমন— ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ব্যবসায়ী মানুষ এখানে বসবাস করেন।

(e) **দৈনিক যাত্রী বলয় (Commuter Zone)** : E.W. Burges-এর এককেন্দ্রিক বলয় তত্ত্বে পঞ্চম বলয়টি হল দৈনিক যাত্রী বলয় (Commuter Zone)। এই বলয়ে প্রধানত মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণির অধিবাসীগণ বসবাস করেন। এই অঞ্চল থেকে প্রায় 30 মিনিট থেকে 60 মিনিট সময় যাতায়াতের মাধ্যমে যাত্রীগণ কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলে পৌঁছাতে সক্ষম হন।

এ ছাড়া উন্নত আবাসিক এলাকা এবং দৈনিক যাত্রী বলয়ের মাঝে সবুজ বলয় (Green belt) অবস্থিত।

→ বার্জেস-এর মডেল বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি যে—

- (i) কম উপার্জন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্মস্থলের কাছাকাছি বসবাস করেন।
- (ii) মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কর্মস্থল থেকে কিছুটা দূরে বসবাস করেন। এঁরা খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে কর্মস্থলে পৌঁছে যান।
- (iii) যেসব ব্যক্তি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত তাঁরা শহরের কোলাহলপূর্ণ এলাকায় এবং অস্বাস্থ্যকর এলাকায় বসবাস করতে বাধ্য হন।
- (iv) শহরের মূল কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে দারিদ্রের হার, বিদেশি ব্যক্তিদের সংখ্যা, অপরাধীদের সংখ্যা, নারী-পুরুষের অনুপাত ক্রমশ কমে দেখা যায়।

■ **সমালোচনা** : বার্জেস-এর মডেলের সমর্থন আমরা পাশ্চাত্য দেশের নগর কাঠামোয় আমরা পাই। কিন্তু এর মধ্যে বেশ কিছু ত্রুটি আমরা খুঁজে পাই।

প্রথমত, পৌর এলাকার গঠন এবং স্থানগত ক্ষেত্রে বার্জেস শিল্পের জন্য গৃহীত জমি এবং রেলপথের জন্য গৃহীত জমির ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেননি।

দ্বিতীয়ত, ভূমির উচ্চমূল্য এবং নগর কাঠামো গঠনে পরিবহণের গুরুত্ব আরোপিত হয়নি।

তৃতীয়ত, ভূমিরূপের বন্ধুরতা বলয় বিন্যাস কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে সে বিষয়েও তিনি তাঁর তত্ত্বে আলোকপাত করেননি।

চতুর্থত, বার্জেস-এর তত্ত্বটি বর্তমানের নগর কাঠামোর সঙ্গে প্রায় মিল নেই। কারণ নগরের উন্নয়ন

বিস্তারের ওপর তিনি আলোকপাত করেননি। ফলে বর্তমানে সিঙ্গাপুর, হংকং এসব নগরে অসংখ্য বহুতল বিশিষ্ট ঘরবাড়ি, শপিং মল, কমপ্লেক্স সমন্বিত নগর কাঠামোর সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না।

তাই আমরা বলতে পারি, বার্জেসের নগর কাঠামো তত্ত্বটি প্রাচীনকালের পাশ্চাত্য সভ্যতার মহানগরের গঠন কাঠামোর সঙ্গে মিললেও, বর্তমানের নগর কাঠামো বিশ্লেষণে এই তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটানো সম্ভব নয়।

2.7. বৃত্তকলা মতবাদ (Sector Theory) :

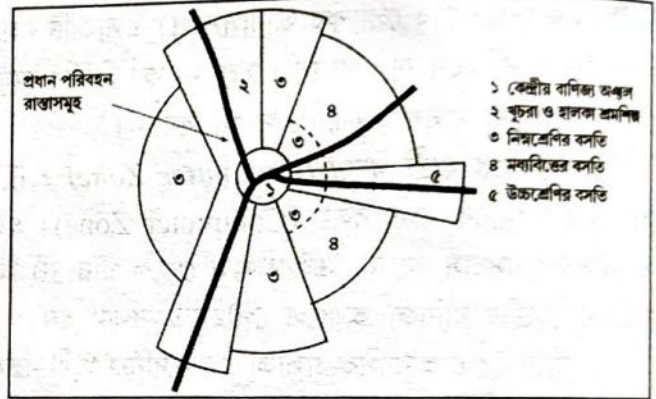
নগরের কাঠামো বিশ্লেষণ এককেন্দ্রিক মতবাদের সঙ্গে বাস্তব জগতের এতো অমিল হয়েছে যে, পরবর্তীকালে H. Hoyt এবং M. R. Davie 1939 খ্রিস্টাব্দে 'বৃত্তকলা মতবাদের' উপস্থাপনা করেন। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল এই যে, শহরের ভূমি ব্যবহারের বিন্যাস বিভিন্ন দিকে সড়কপথের বিস্তার ওপর নির্ভরশীল। শহরের কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে এসব পথগুলি বিস্তৃত হয়।

Hoyt নগরকে একটি বৃত্তরূপে কল্পনা করেছেন। কেন্দ্র থেকে প্রসারিত বৃত্ত দ্বারা এই নগর অসংখ্য বৃত্তকলায় বিভক্ত হয়ে যায়। জমির ব্যবহারিক মূল্য শহরের ভূমির ব্যবহারে বিন্যাসকে প্রভাবিত করে।

Hoyt-এর মতে, শহরের উচ্চভাড়া সম্পন্ন বাসগৃহ এলাকা একপ্রান্ত থেকে (শহরের অভ্যন্তর থেকে) বাইরের দিকে বিস্তৃত হয়। Hoyt আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নগর কাঠামো বিশ্লেষণ করে দেখেন যে, যদি কোনো বৃত্তকলাতে প্রথমে উচ্চভাড়া বিশিষ্ট বসবাসের অঞ্চল পড়ে, তবে পরবর্তীকালে তৈরি ওই বাসগৃহ ওই বৃত্তকলা ধরে নগরের বাইরের দিকে বিস্তৃত হতে থাকবে।

এর প্রমাণ হিসেবে হোমার হাইট বিভিন্ন বছরে ছয়টি নগরের উচ্চভাড়া বিশিষ্ট অঞ্চলের অবস্থান উল্লেখ করেন। হাইটের এই মতবাদে নগরের বিস্তারকে কীলকসদৃশ (Wedge like) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উচ্চভাড়া বিশিষ্ট বসতি অঞ্চলগুলি নগরের প্রধান প্রধান পথ ধরে বিস্তৃত হয়।

বৃত্তকলা মতবাদে আমেরিকান নগরগুলির অবস্থান ও বিস্তারের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য



চিত্র 2.2 .

খুঁজে পাওয়া যায়। যথা— অট্টালিকার ভাড়া (House Rent) এবং অট্টালিকার বয়স (Age of the buildings)।

1. অট্টালিকার ভাড়া : বৃত্তকলা মডেলে দেখা যায় যে, উচ্চভাড়া এলাকাগুলি নগরের বৃদ্ধি ও উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে বৃত্তকলা পথে নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে গড়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, নগর কোনো একটি অংশে নিম্নভাড়া আবাসিক এলাকা প্রথম অবস্থায় গড়ে ওঠে তখন বেশ কিছু এলাকা জুড়ে এর প্রবণতা লক্ষণীয়। এমনকি নগরের বৃদ্ধিও সম্প্রসারণ ঘটতে থাকলেও বেশ কিছু এলাকা নিম্নভাড়া বিশিষ্ট এলাকারূপে থেকে যায়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নগরের গড় ব্রকভিত্তিক আবাসিক ভাড়া বিশ্লেষণ করে হাইট নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে আসেন।

- নগরের সর্বোচ্চ ভাড়াযুক্ত বসতি এলাকা বৃত্তকলায় অবস্থিত বা নগরের একপাশে অবস্থিত।
- উচ্চভাড়া বিশিষ্ট এলাকাগুলি কখনো কখনো একপ্রান্তে আবার কখনও কেন্দ্র থেকে ব্যাসার্ধের দিকে গড়ে ওঠে।
- মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভাড়া এলাকাগুলি উচ্চভাড়া এলাকার দুপাশে বিস্তৃত হয়।
- আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত নিম্নভাড়া এলাকা উচ্চভাড়া এলাকার বিপরীত দিকে গড়ে ওঠেছে।

2. অট্টালিকার বয়স : যদিও উচ্চশ্রেণির আবাসিক এলাকাগুলি বৃত্তকলা বরাবর প্রসারিত হয়ে থাকে, তা সত্ত্বেও এটা লক্ষ করা যায় যে, একই বৃত্তকলায় অবস্থিত অট্টালিকার বয়স সমকেন্দ্রিক হয়। অর্থাৎ,

বিস্তারের ওপর তিনি আলোকপাত করেননি। ফলে বর্তমানে সিঙ্গাপুর, হংকং এসব নগরে অসংখ্য বহুতল বিশিষ্ট ঘরবাড়ি, শপিং মল, কমপ্লেক্স সমন্বিত নগর কাঠামোর সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না।

তাই আমরা বলতে পারি, বার্জেসের নগর কাঠামো তদ্বৃটি প্রাচীনকালের পাশ্চাত্য সভ্যতার মহানগরের গঠন কাঠামোর সঙ্গে মিললেও, বর্তমানের নগর কাঠামো বিশ্লেষণে এই তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটানো সম্ভব নয়।

2.7. বৃত্তকলা মতবাদ (Sector Theory) :

নগরের কাঠামো বিশ্লেষণ এককেন্দ্রিক মতবাদের সঙ্গে বাস্তব জগতের এতো অমিল হয়েছে যে, পরবর্তীকালে H. Hoyt এবং M. R. Davis 1939 খ্রিস্টাব্দে 'বৃত্তকলা মতবাদের' উপস্থাপনা করেন। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল এই যে, শহরের ভূমি ব্যবহারের বিন্যাস বিভিন্ন দিকে সড়কপথের বিস্তার ওপর নির্ভরশীল। শহরের কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে এসব পথগুলি বিস্তৃত হয়।

Hoyt নগরকে একটি বৃত্তরূপে কল্পনা করেছেন। কেন্দ্র থেকে প্রসারিত বৃত্ত দ্বারা এই নগর অসংখ্য বৃত্তাকলায় বিভক্ত হয়ে যায়। জমির ব্যবহারিক মূল্য শহরের ভূমির ব্যবহারে বিন্যাসকে প্রভাবিত করে।

Hoyt-এর মতে, শহরের উচ্চভাড়া সম্পন্ন বাসগৃহ এলাকা একপ্রান্ত থেকে (শহরের অভ্যন্তর থেকে) বাইরের দিকে বিস্তৃত হয়। Hoyt আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নগর কাঠামো বিশ্লেষণ করে দেখেন যে, যদি কোনো বৃত্তকলাতে প্রথমে উচ্চভাড়া বিশিষ্ট বসবাসের অঞ্চল পড়ে, তবে পরবর্তীকালে তৈরি ওই বাসগৃহ ওই বৃত্তকলা

ধরে নগরের বাইরের দিকে বিস্তৃত হতে থাকবে। এর প্রমাণ হিসেবে হোমার হাইট বিভিন্ন বছরে ছয়টি নগরের উচ্চভাড়া বিশিষ্ট অঞ্চলের অবস্থান উল্লেখ করেন। হাইটের এই মতবাদে নগরের বিস্তারকে কীলকসদৃশ (Wedge like) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উচ্চভাড়া বিশিষ্ট বসতি অঞ্চলগুলি নগরের প্রধান প্রধান পথ ধরে বিস্তৃত হয়।

বৃত্তকলা মতবাদে আমেরিকান নগরগুলির অবস্থান ও বিস্তারের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য

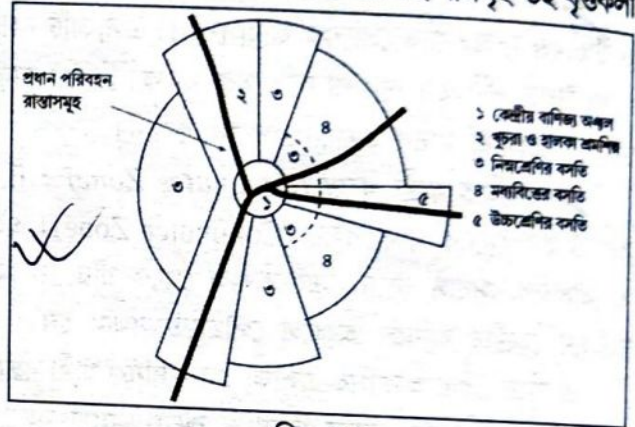
খুঁজে পাওয়া যায়। যথা— অট্টালিকার ভাড়া (House Rent) এবং অট্টালিকার বয়স (Age of the buildings)।

1. অট্টালিকার ভাড়া : বৃত্তকলা মডেলে দেখা যায় যে, উচ্চভাড়া এলাকাগুলি নগরের বৃদ্ধি ও উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে বৃত্তকলা পথে নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে গড়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, নগর কোনো একটি অংশে নিম্নভাড়া আবাসিক এলাকা প্রথম অবস্থায় গড়ে ওঠে তখন বেশ কিছু এলাকা জুড়ে এর প্রবণতা লক্ষণীয়। এমনকি নগরের বৃদ্ধিও সম্প্রসারণ ঘটতে থাকলেও বেশ কিছু এলাকা নিম্নভাড়া বিশিষ্ট এলাকারূপে থেকে যায়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নগরের গড় ব্রুকভিত্তিক আবাসিক ভাড়া বিশ্লেষণ করে হাইট নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে আসেন।

- নগরের সর্বোচ্চ ভাড়াযুক্ত বসতি এলাকা বৃত্তকলায় অবস্থিত বা নগরের একপাশে অবস্থিত।
- উচ্চভাড়া বিশিষ্ট এলাকাগুলি কখনো কখনো একপ্রান্তে আবার কখনও কেন্দ্র থেকে ব্যাসার্ধের দিকে গড়ে ওঠে।
- মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভাড়া এলাকাগুলি উচ্চভাড়া এলাকার দুপাশে বিস্তৃত হয়।
- আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত নিম্নভাড়া এলাকা উচ্চভাড়া এলাকার বিপরীত দিকে গড়ে ওঠেছে।

2. অট্টালিকার বয়স : যদিও উচ্চশ্রেণির আবাসিক এলাকাগুলি বৃত্তকলা বরাবর প্রসারিত হয়ে থাকে, তা সত্ত্বেও এটা লক্ষ করা যায় যে, একই বৃত্তকলায় অবস্থিত অট্টালিকার বয়স সমকেন্দ্রিক হয়। অর্থাৎ,



চিত্র 2.2 .

কেন্দ্র থেকে যত প্রান্ত এলাকায় যাওয়া যায় অটালিকার বয়স তত কমতে থাকে। একই বৃত্তকলায় অটালিকার বয়স স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকে। হাইট যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় তিরিশটি নগরের ওপরে গবেষণা চালিয়ে উপলব্ধি করেন যে, নগরগুলি সমকেন্দ্রিক ও বৃত্তকলা উভয় তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হয়।

হাইটের বৃত্তকলা মডেল নগর বসতির বিন্যাস ও বণ্টনে দূরত্ব এবং Accessibility প্রভাব, ভূমি ভাড়ার তারতম্য এবং অন্যান্য বিষয়কে বিবেচনা করা হয়। তাই এই মডেলটি অধিকতর বাস্তবধর্মী এবং কার্যকর। পি. মান (P. Man) এককেন্দ্রিক এবং বৃত্তকলা মতবাদের উপাদানগুলিকে একত্র করার চেষ্টা করেছেন। তিনি ব্রিটিশ নগরের গঠন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি তাঁর মডেলে চারটি বৃত্তকলা A, B, C এবং D অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মানের মতে, বিভিন্ন বৃত্তকলায় এককেন্দ্রিক বিকাশ বলয় 1, 2, 3, 4 পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে।

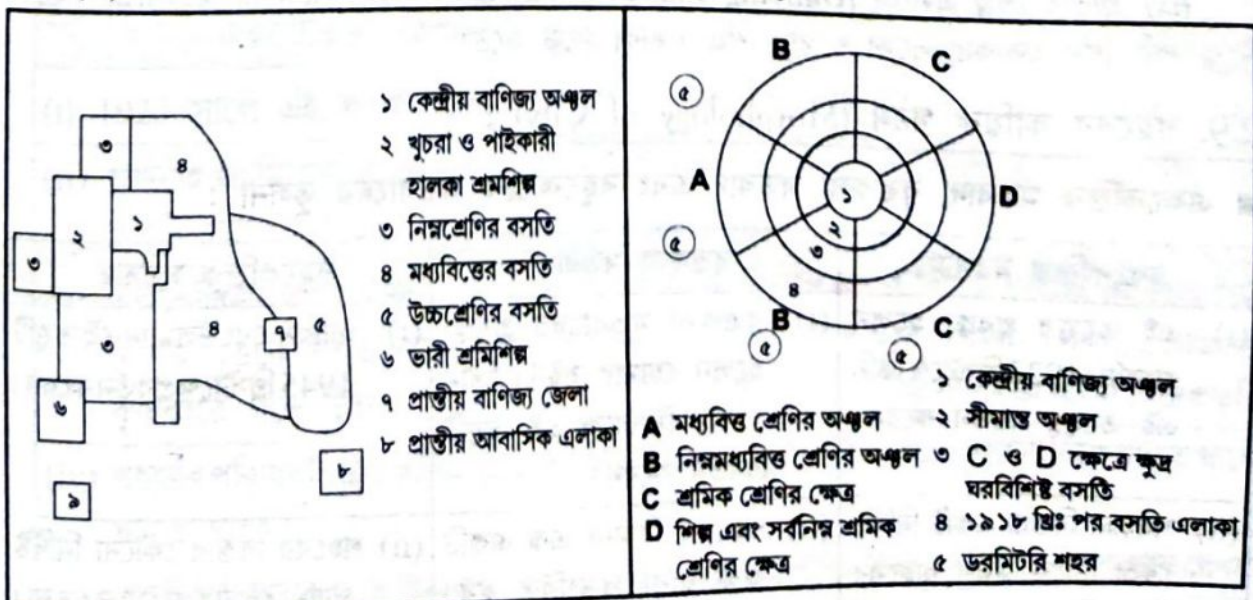
2.8. বহুকেন্দ্রিক মতবাদ (The Mutiple Nuclei Theory) :

নগরের কায়িক গঠনের ব্যাখ্যায় এককেন্দ্রিক এবং বৃত্তকলা মতবাদ অত্যন্ত কার্যকরী মতবাদ হিসেবে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু নগরের জমির ব্যবহার এত জটিল ধরনের যে, পরবর্তীকালে আরও বিভিন্ন সমস্যা থেকে অন্য ধরনের মতবাদ গড়ে ওঠে। 1945 খ্রিঃ C. D. Harris এবং E. L. Ullman বহুকেন্দ্রিক মতবাদ (Multiple Nucli Theroy) উপস্থাপন করেন।

বড়ো বড়ো নগরে ভূমি ব্যবহারের ধরন নির্দিষ্ট একটি বলয়ের আকারে গড়ে না উঠে এক-একটি অঞ্চলে বেশ কয়েকটি বলয়ের আকারে গড়ে ওঠে। এই তত্ত্বে নগরের অভ্যন্তরীণ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে শহরের ভূমির ব্যবহারের ধরনেরও উল্লেখ দেখা যায়।

এই তত্ত্বে ৭টি কার্যভিত্তিক অঞ্চলের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যথা—

- (i) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা (C.B.D)।
- (ii) পাইকারী ও হালকা শিল্প এলাকা (Wholesaling and Light Manufacturing Zone)।
- (iii) নিম্ন শ্রেণির আবাসিক এলাকা (Low Class Residential Zone)।
- (iv) মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবাসিক এলাকা (Middle Class Residential Zone)।
- (v) উচ্চশ্রেণির আবাসিক এলাকা (High Class Residential Zone)।
- (vi) ভারী শিল্প এলাকা (Heavy Industrial Zone)।
- (vii) প্রান্তীয় বাণিজ্য এলাকা (Outlying business area)।
- (viii) প্রান্তীয় আবাসিক এলাকা (Outlying Residential Area)।
- (ix) প্রান্তীয় শিল্প এলাকা (Outlying Industrial Area)।



তৃতীয়ত, বার্জেস ও হ্যারিস উলম্যালের তত্ত্বে নির্দিষ্ট কেন্দ্রকে নির্ভর করে শহর গড়ে উঠতে দেখা যায়।

চতুর্থত, দুটি তত্ত্বের মধ্যে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলের বা C.B.D (Central Business District) অবস্থান দেখা যায়।

পঞ্চমত, বিভিন্ন বসতি এলাকা, শিল্পাঞ্চল, দৈনিক যাত্রীবলয় প্রভৃতির অবস্থান দুটো তত্ত্বের মধ্যে লক্ষ করা যায়।

ষষ্ঠত, দুটি তত্ত্বেই লক্ষণীয় যে, শহরের বৃদ্ধির ফলে তার চারপাশের গ্রাম্য এলাকা এমনকি ছোটো ছোটো শহরও গ্রাসের কবলে পড়ে।

৪.১০. শহরের ক্রিয়ামূলক গঠন (Functional Morphology of Town) :

কোনো একটি শহর একটি বা দুটি কার্যাবলির জন্য প্রসিদ্ধ হলেও এমন বহু শহর আছে যেখানে অসংখ্য অর্থনৈতিক কার্য পরিচালিত হয়। যেমন— কলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাই এই শহরগুলিতে বিভিন্ন ধরনের কাজ লক্ষণীয়।

■ কলকাতা মহানগরী :

হুগলি নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী এবং ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মহানগর। এখানে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্য পরিচালিত হচ্ছে।

- (i) রাজ্যের রাজধানী বলে এখানে প্রশাসনিক কার্য, কোর্টের কাজ, সরকারি অফিস, কলেজ ও বিশ্ব বিদ্যালয়ের কার্যাবলি পরিচালিত হয়।
- (ii) কলকাতায় হুগলি নদীর উভয় তীরে হুগলি শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। ফলে শিল্পকর্ম এখানে প্রত্যহ চলে।
- (iii) কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালিত হয়।
- (iv) অসংখ্য পরিবহন ও পর্যটন সংস্থার অফিস এখানে অবস্থিত। ফলে এসব দপ্তরের কার্য পরিচালিত হয়।
- (v) ফলতা মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গঠনের পরে কলকাতা মহানগরী একটি বাণিজ্য অঞ্চলে রূপান্তরিত হয়েছে।
- (vi) পরিশেষে বলা যায় যে বৃহত্তর মহানগরীর সম্প্রসারণ কার্য সর্বদা ঘটছে। ফলে নগরায়ণের জন্য রেলপথ ও সড়কপথের সম্প্রসারণ, মেট্রোরেলপথের সম্প্রসারণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কার্য পরিচালিত হচ্ছে।

৩.১১. কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চল (Central Business District) :

Central Business District (C.B.D)— প্রকৃতপক্ষে একটি আমেরিকান term যার অর্থ হল “নগরের কেন্দ্রস্থল” (the heart of the city)। কিন্তু বর্তমানে এই ‘term’টি অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। কোনো শহরের/ নগরের কেন্দ্রস্থল যেখানে বাণিজ্যিক কার্য, সামাজিক কার্য ও পৌর জীবনযাত্রা প্রণালী গড়ে ওঠে তাকেই কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চল হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে।

বৈশিষ্ট্য : শহর এলাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হল C.B.D. C.B.D অঞ্চলের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- (i) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলে বিভিন্ন দ্রব্যের পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা গড়ে ওঠে। বিভিন্ন ধরনের অফিসের কার্যাবলি সম্পূর্ণ প্রাধান্য লাভ করে। এখানে নিম্নলিখিত কর্ম পরিলক্ষিত হয়—
 - (a) বিভিন্ন দ্রব্যের গুদামঘর এখানে গড়ে ওঠে। এখানে ওইসব দ্রব্য মজুত করে রাখা হয়।
 - (b) এক-এক ধরনের দ্রব্যের অনেকগুলি দোকান অবস্থান করে।

- (c) অনেক বড়ো বড়ো বাণিজ্যিক সংগঠনের/ কোম্পানির প্রধান অফিস ও শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলের মধ্যে।
- (d) অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান (Financial institutions) — সরকারি কিংবা বেসরকারি উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়।
- (e) সরকারি অফিস এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন অফিস গড়ে ওঠে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলে।
- (f) বিভিন্ন বিমা অফিসের কার্যাবলি, হিসাব (audit/accounting) কিংবা অডিট সংক্রান্ত কাজকর্ম, আইনকার্য পরিচালনা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়।
- (g) বিনোদনমূলক কার্যাবলিও পরিলক্ষিত হয় এখানে। যেমন— সিনেমা হল, থিয়েটার হল, নাট্যমঞ্চ প্রভৃতি দেখা যায়।
- (h) অত্যন্ত বিলাসবহুল হোটেল, রেস্টোরা ও কাফে (cafes) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় এখানে।

►(ii) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলি পাশাপাশি দেখা যায়। একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কাজগুলি অধিক মাত্রায় গড়ে ওঠে। কিছু বিশেষ ধরনের দোকান এবং পরিসেবামূলক কার্যাবলি একসঙ্গে এবং সুসংহতভাবে গড়ে ওঠে এখানে। অর্থনৈতিক কার্যক্ষেত্র, বিনোদনমূলক ক্ষেত্র/ অঞ্চল, শপিং অঞ্চল প্রভৃতি পাশাপাশি অবস্থান করে।

►(iii) শহর/ নগর অঞ্চলের সঙ্গে C.B.D. অঞ্চলের যোগাযোগ-যাতায়াত ব্যবস্থা সবচেয়ে সহজ হবে। এই অঞ্চল থেকে বিভিন্ন দিকে রাস্তাঘাট সম্প্রসারিত হবে। অনেকক্ষেেেে বিভিন্ন দিক থেকে সড়কপথ ও রেলপথ এইস্থানে এসে মিলিত হয়। এজন্য বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে C.B.D. এলাকায় আসার জন্য আকৃষ্ট করে। রাস্তার ঘনত্ব যেমন বেশি, তেমনি যানবাহনের প্রবাহের হারও অনেক বেশি।

►(iv) চারপাশের সমস্ত অঞ্চলের বিভিন্ন আর্থসামাজিক গোষ্ঠী থেকে শ্রমিক এবং ক্রেতাগণ C.B.D. অঞ্চলে আসেন। যাতায়াতের সুগম্যতা এবং অন্যান্য আকর্ষণীয় উপাদানগুলি সাধারণ মানুষকে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলে আসার জন্য আকৃষ্ট করে।

►(v) নগরের মধ্যে এই অঞ্চলেই জমির দাম সবচেয়ে বেশি হয়। কারণ এই অঞ্চলে জমি পাওয়ার জন্য সর্বদা তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলের কেন্দ্র “Peak Land Value Intersection (PLVI)” নামে পরিচিত। দুটি কিংবা তার বেশি প্রধান বাণিজ্য সড়কের সংযোগ স্থলে ‘PLVI’ অবস্থান করে। এখানে জমি ব্যবহার ও তাকে বাণিজ্যিক কাজে লাগিয়ে প্রচুর মুনাফা পাওয়া যায়।

►(vi) জমির দাম এই অঞ্চলে সর্বাধিক হয়। এই জন্য এখানে জমিকে যাতে বেশি মাত্রায় ব্যবহার করা যায় সেজন্য সবচেয়ে উঁচু উঁচু ঘরবাড়ি/ অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়। সবচেয়ে ছোটো একখন্ড জমি থেকেও প্রচুর আর্থিক লাভ হয়।

►(vii) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলের অট্টালিকাগুলি বহুমুখী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। ভূমিতে যেসব দোকান গড়ে ওঠে সেইসব দোকানের পাশ দিয়ে যাত্রীগণ যাতায়াতের পথে বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় করেন। উঁচু তলার ঘরগুলি বিভিন্ন অফিস ও বসতবাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই কারণে কলকাতা, মুম্বাই প্রভৃতি মহানগরের অনুভূমিক সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে উল্লম্ব সম্প্রসারণও ঘটছে।

►(viii) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলে জমি থেকে সবথেকে বেশি আর্থিক লাভ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলে এখানকার জমিতে বারবার গৃহ পুননির্মাণের প্রক্রিয়া চলে। এমনকি পুরাতন ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়ে নতুন নতুন অট্টালিকা নির্মাণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। অর্থাৎ, বসতগৃহ কিংবা অন্যান্য অফিসের আধুনিকীকরণ সর্বদা চলতে থাকে।

►(ix) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলে মানুষের বসবাসের পরিমাণ কম। কারণ এই অঞ্চলে জমির দাম কিংবা বাড়ির পরিমাণ অনেক বেশি। ফলে বাণিজ্যিক কার্যাবলি বেশি মাত্রায় গড়ে ওঠে। তবে প্রাচ্যের দেশগুলিতে বিশেষ করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে আর্থসামাজিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কারণে কেন্দ্রীয়

প্রথাগত কিছু কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলের আয়তন ও বিস্তার এক নগর থেকে অন্য নগরের ক্ষেত্রে পৃথক হয়। বড়ো বড়ো মহানগরগুলিতে C.B.D. অঞ্চলের আয়তন ও বিস্তার দুটোই অনেক বেশি হয়। একইভাবে ক্ষুদ্র শহর/ নগরগুলির ক্ষেত্রে C.B.D. অঞ্চলের আয়তন ও বিস্তার কম হয়। C.B.D. অঞ্চলের আকৃতি এবং অবস্থানও এক শহর থেকে অন্য শহরে আলাদা হয়। C.B.D. সর্বদাই যে শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করবে তার কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই।

(xi) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চল সর্বদাই গতিশীল চরিত্রের হয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে C.B.D. অঞ্চলের স্থানান্তরও ঘটে থাকে। যেমন— কলকাতার C.B.D. অঞ্চল একসময় ছিল বড়বাজার। কিন্তু বর্তমানে ডালহৌসি স্কোয়ার বা B.B.D. Bag কলকাতার C.B.D. অঞ্চল। আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে C.B.D. অঞ্চলের আকৃতি, গঠন, বাহ্যিক আকার, আয়তন, সামাজিক বিন্যাস প্রভৃতির মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

কোনো নগর গঠনের পুনর্বিদ্যায় যদি চলতে থাকে তখন নতুন গৃহ নির্মাণ, রাস্তাঘাটের সম্প্রসারণ নতুন নতুন জনসমাগম, বিভিন্ন অফিস ও গুদামঘরের স্থানান্তর ঘটে থাকে। এভাবে C.B.D. অঞ্চলে অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটে। ফলে নতুন C.B.D. অঞ্চল গঠন এবং পুরোনো অঞ্চলের স্থানান্তর প্রক্রিয়া একসঙ্গে চলতে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় C.B.D.-র পুনর্বিদ্যায়। C.B.D.-র পুনর্বিদ্যায় প্রক্রিয়া বোঝায় “Zone of assimilation এবং zone of discard” দেখে। পুরোনো C.B.D. অঞ্চলকে অনেকক্ষেত্রে ‘twilight zone’ বলা হয়।

সাম্প্রতিক কালে C.B.D.-র আরও কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। যেমন— কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলে কেন্দ্রের আয়তন ক্রমশ ছোটো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু C.B.D.-র চারপাশের সীমানার বিস্তার ঘটছে। এর ফলে C.B.D. অঞ্চলের আকৃতি অনেকক্ষেত্রে অঙ্গুরিয়াকার (ring shaped) হচ্ছে।

অনেকক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলে জনাকীর্ণতা, উচ্চমাত্রায় বায়ু ও শব্দ দূষণ, টেলিকমিউনিকেশনে উন্নতি ও যাতায়াত ব্যবস্থার সম্প্রসারণজনিত কারণে অনেকক্ষেত্রে বাণিজ্যিক কার্যাবলি, সরকারি অফিস কিংবা বেসরকারি অফিস শহরের বাইরের দিকে গড়ে উঠছে। ফলে C.B.D. ‘মৃত কেন্দ্রে’ (dead heart) পরিণত হচ্ছে। আমেরিকার বহু শহরে এধরনের চিত্র দেখা যায়।

2.11.1. কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলের গুরুত্বের পরিবর্তন

(The Changing Importance of the C.B.D.) :

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলের প্রথাগতভাবে যেসব গুরুত্ব ছিল বর্তমানে সেটি কমে যাচ্ছে অনেকক্ষেত্রে শহরের সীমানা অঞ্চলের সম্প্রসারণ এবং সেখানে বড়ো বড়ো ‘Shopping’ মলের অবস্থান কিংবা নগরের বিকেন্দ্রীভবন প্রভৃতি C.B.D. অঞ্চলের গুরুত্ব হ্রাস করে চলেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ব্রিটেনের কয়েকটি শহরে বিগত তিন দশক ধরে এরকম ঘটনা ঘটেছে। C.B.D. অঞ্চলের অবলুপ্তি পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকার রাজনৈতিক এবং নগর বাস্তুকারদের নিকট দুশ্চিন্তার বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

C.B.D.-র অবলুপ্তির কারণগুলি হল—

- (i) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলে জমির উচ্চ দাম এবং অটালিকা ভাড়া কিংবা বিক্রয়মূল্য অনেক বেশি।
- (ii) ব্যবসায়িক কার্যাবলির প্রসারের জন্য প্রচুর জায়গা দরকার হয়। কিন্তু C.B.D. অঞ্চলে পর্যাপ্ত জায়গার অভাব দেখা যায়।

খাগত কিছু শহর এবং নগরগুলিতে C.B.D. অঞ্চলের আয়তন ও বিস্তার এক নগর থেকে অন্য নগরে বড়ো বড়ো মহানগরগুলিতে C.B.D. অঞ্চলের আয়তন ও বিস্তার দুটোই বৃদ্ধি পায়। ছোট শহর/নগরগুলির ক্ষেত্রে C.B.D. অঞ্চলের আয়তন ও বিস্তার কম হয় এবং অবস্থানও এক শহর থেকে অন্য শহরে আলাদা হয়। C.B.D. সর্বদাই যেভাবে তার কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই।

(ii) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চল সর্বদাই গতিশীল চরিত্রের হয়। সময়ের পরিবর্তনের স্থানান্তরও ঘটে থাকে। যেমন— কলকাতার C.B.D. অঞ্চল একসময় গলহৌসি স্কোয়ার বা B.B.D. Bag কলকাতার C.B.D. অঞ্চল। আর্থসামগ্রিক অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে C.B.D. অঞ্চলের আকৃতি, গঠন, বাহ্যিক বিন্যাস প্রভৃতির মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

কোনো নগর গঠনের পুনর্বিন্যাস যদি চলতে থাকে তখন নতুন গৃহ নির্মাণ, নতুন নতুন জনসমাগম, বিভিন্ন অফিস ও গুদামঘরের স্থানান্তর ঘটতে থাকে এবং অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটে। ফলে নতুন C.B.D. অঞ্চল গঠন এবং পুরো অঞ্চল একসঙ্গে চলতে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় C.B.D.-র পুনর্বিন্যাস। C.B.D. গায় "Zone of assimilation এবং zone of discard" দেখে। পুরোনো C.B.D. 'twilight zone' বলা হয়।

সাম্প্রতিক কালে C.B.D.-র আরও কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। যেমন কেন্দ্রের আয়তন ক্রমশ ছোটো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু C.B.D.-র চারপাশের সীমা C.B.D. অঞ্চলের আকৃতি অনেকক্ষেত্রে অঙ্গুরিয়াকার (ring shaped) হয়ে উঠেছে। অনেকক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলে জনাকীর্ণতা, উচ্চমাত্রায় বায়ু ও শব্দ দূষণ ও যাতায়াত ব্যবস্থার সম্প্রসারণজনিত কারণে অনেকক্ষেত্রে বাণিজ্যিক কিংবা বেসরকারি অফিস শহরের বাইরের দিকে গড়ে উঠছে। ফলে C.B.D. পরিণত হচ্ছে। আমেরিকার বহু শহরে এধরনের চিত্র দেখা যায়।

2.11.1. কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলের গুরুত্বের পরিবর্তন

(The Changing Importance of the C.B.D.) :

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলের প্রথাগতভাবে যেসব গুরুত্ব ছিল বর্তমানে সেসব শহরের সীমানা অঞ্চলের সম্প্রসারণ এবং সেখানে বড়ো বড়ো 'Shopping' মার্কেটের বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট প্রভৃতি C.B.D. অঞ্চলের গুরুত্ব হ্রাস করে চলেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শহরে বিগত তিন দশক ধরে এরকম ঘটনা ঘটেছে। C.B.D. অঞ্চলের অবলুপ্তি পৌরস্বতন্ত্র রাজনৈতিক এবং নগর বাস্তুকারদের নিকট দুর্শ্চিন্তার বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

C.B.D.-র অবলুপ্তির কারণগুলি হল—

- (i) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলে জমির উচ্চ দাম এবং অট্টালিকা ভাড়া বিধি
- (ii) ব্যবসায়িক কার্যাবলির প্রসারের জন্য প্রচুর জায়গা দরকার হয়। কিন্তু (i) অभाव দেখা যায়।

বাণিজ্য অঞ্চলেও অধিক জনবসতি গড়ে ওঠে। এখানকার রাস্তাঘাটগুলিতে ছুটির দিনে প্রচুর জনসমাগম হয়। প্রধানত সপ্তাহ শেষে ছুটি কাটানো কিংবা বিনোদনের জন্য মানুষ এখানে আসেন।

(x) জমির অত্যধিক মূল্যের জন্য এখানে শ্রমশিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। কারণ এর জন্য প্রচুর পরিমাণ জমির প্রয়োজন। এই জমির দাম দিয়ে শিল্প/ কলকারখানা স্থাপন করা খুব কষ্টদায়ক। প্রাচীন ও প্রথাগত কিছু শিল্প এখানে গড়ে ওঠে, যেমন— হিরা কাটার কারখানা, বস্ত্রবয়ন কেন্দ্র, সোনার দোকান ইত্যাদি।

(xi) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলের আয়তন ও বিস্তার এক নগর থেকে অন্য নগরের ক্ষেত্রে পৃথক হয়। বড়ো বড়ো মহানগরগুলিতে C.B.D. অঞ্চলের আয়তন ও বিস্তার দুটোই অনেক বেশি হয়। একইভাবে ক্ষুদ্র শহর/ নগরগুলির ক্ষেত্রে C.B.D. অঞ্চলের আয়তন ও বিস্তার কম হয়। C.B.D অঞ্চলের আকৃতি এবং অবস্থানও এক শহর থেকে অন্য শহরে আলাদা হয়। C.B.D সর্বদাই যে শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করবে তার কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই।

(xii) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চল সর্বদাই গতিশীল চরিত্রের হয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে C.B.D অঞ্চলের স্থানান্তরও ঘটে থাকে। যেমন— কলকাতার C.B.D অঞ্চল একসময় ছিল বড়বাজার। কিন্তু বর্তমানে ডালহৌসি স্কোয়ার বা B.B.D Bag কলকাতার C.B.D অঞ্চল। আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে C.B.D অঞ্চলের আকৃতি, গঠন, বাহ্যিক আকার, আয়তন, সামাজিক বিন্যাস প্রভৃতির মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

কোনো নগর গঠনের পুনর্বিন্যাস যদি চলতে থাকে তখন নতুন গৃহ নির্মাণ, রাস্তাঘাটের সম্প্রসারণ, নতুন নতুন জনসমাগম, বিভিন্ন অফিস ও গুদামঘরের স্থানান্তর ঘটতে থাকে। এভাবে C.B.D অঞ্চলের অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটে। ফলে নতুন C.B.D অঞ্চল গঠন এবং পুরোনো অঞ্চলের স্থানান্তর প্রক্রিয়া একসঙ্গে চলতে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় C.B.D-র পুনর্বিন্যাস। C.B.D-র পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া বোঝা যায় “Zone of assimilation এবং zone of discard” দেখে। পুরোনো C.B.D অঞ্চলকে অনেকক্ষেত্রে ‘twilight zone’ বলা হয়।

সাম্প্রতিক কালে C.B.D-র আরও কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। যেমন— কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলের কেন্দ্রের আয়তন ক্রমশ ছোটো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু C.B.D-র চারপাশের সীমানার বিস্তার ঘটছে। এর ফলে C.B.D অঞ্চলের আকৃতি অনেকক্ষেত্রে অঙ্গুরিয়াকার (ring shaped) হচ্ছে।

অনেকক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলে জনাকীর্ণতা, উচ্চমাত্রায় বায়ু ও শব্দ দূষণ, টেলিকমিউনিকেশনের উন্নতি ও যাতায়াত ব্যবস্থার সম্প্রসারণজনিত কারণে অনেকক্ষেত্রে বাণিজ্যিক কার্যাবলি, সরকারি অফিস কিংবা বেসরকারি অফিস শহরের বাইরের দিকে গড়ে উঠছে। ফলে C.B.D ‘মৃত কেন্দ্রে’ (dead heart) পরিণত হচ্ছে। আমেরিকার বহু শহরে এধরনের চিত্র দেখা যায়।

2.11.1. কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলের গুরুত্বের পরিবর্তন

(The Changing Importance of the C.B.D.) :

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলের প্রথাগতভাবে যেসব গুরুত্ব ছিল বর্তমানে সেটি কমে যাচ্ছে অনেকক্ষেত্রে। শহরের সীমানা অঞ্চলের সম্প্রসারণ এবং সেখানে বড়ো বড়ো ‘Shopping’ মলের অবস্থান কিংবা নগরের বিকেন্দ্রীভবন প্রভৃতি C.B.D অঞ্চলের গুরুত্ব হ্রাস করে চলেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ব্রিটেনের কয়েকটি শহরে বিগত তিন দশক ধরে এরকম ঘটনা ঘটেছে। C.B.D অঞ্চলের অবলুপ্তি পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকার রাজনৈতিক এবং নগর বাস্তুকারদের নিকট দুশ্চিন্তার বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

C.B.D-র অবলুপ্তির কারণগুলি হল—

- (i) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলে জমির উচ্চ দাম এবং অটালিকা ভাড়া কিংবা বিক্রয়মূল্য অনেক বেশি।
- (ii) ব্যবসায়িক কার্যাবলির প্রসারের জন্য প্রচুর জায়গা দরকার হয়। কিন্তু C.B.D অঞ্চলে পর্যাপ্ত জায়গার অভাব দেখা যায়।

কেন্দ্র থেকে যত প্রান্ত এলাকায় যাওয়া যায় অট্টালিকার বয়স তত কমতে থাকে। একই বৃত্তকলায় অট্টালিকার বয়স স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকে। হাইট যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় তিরিশটি নগরের ওপরে গবেষণা চালিয়ে উপলব্ধি করেন যে, নগরগুলি সমকেন্দ্রিক ও বৃত্তকলা উভয় তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হয়।

হাইটের বৃত্তকলা মডেল নগর বসতির বিন্যাস ও বন্টনে দূরত্ব এবং Accessibility প্রভাব, ভূমি ভাড়ার তারতম্য এবং অন্যান্য বিষয়কে বিবেচনা করা হয়। তাই এই মডেলটি অধিকতর বাস্তবধর্মী এবং কার্যকর। পি. মান (P. Man) এককেন্দ্রিক এবং বৃত্তকলা মতবাদের উপাদানগুলিকে একত্র করার চেষ্টা করেছেন। তিনি ব্রিটিশ নগরের গঠন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি তাঁর মডেলে চারটি বৃত্তকলা A, B, C এবং D অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মানের মতে, বিভিন্ন বৃত্তকলায় এককেন্দ্রিক বিকাশ বলয় 1, 2, 3, 4 পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে।

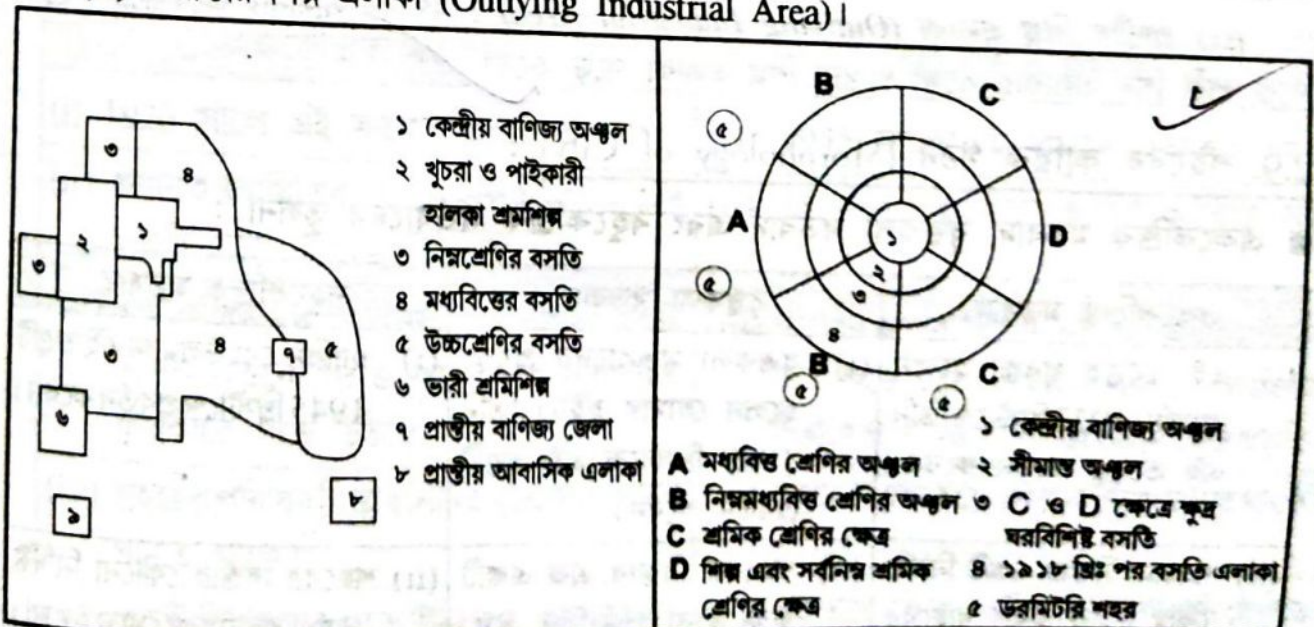
২.৪. বহুকেন্দ্রিক মতবাদ (The Multiple Nuclei Theory) :

নগরের কায়িক গঠনের ব্যাখ্যায় এককেন্দ্রিক এবং বৃত্তকলা মতবাদ অত্যন্ত কার্যকরী মতবাদ হিসেবে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু নগরের জমির ব্যবহার এত জটিল ধরনের যে, পরবর্তীকালে আরও বিভিন্ন সমস্যা থেকে অন্য ধরনের মতবাদ গড়ে ওঠে। 1945 খ্রিঃ C. D. Harris এবং E. L. Ullman বহুকেন্দ্রিক মতবাদ (Multiple Nucli Theroy) উপস্থাপন করেন।

বড়ো বড়ো নগরে ভূমি ব্যবহারের ধরন নির্দিষ্ট একটি বলয়ের আকারে গড়ে না উঠে এক-একটি অঞ্চলে বেশ কয়েকটি বলয়ের আকারে গড়ে ওঠে। এই তত্ত্বে নগরের অভ্যন্তরীণ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে শহরের ভূমির ব্যবহারের ধরনেরও উল্লেখ দেখা যায়।

এই তত্ত্বে ৭টি কার্যভিত্তিক অঞ্চলের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যথা—

- (i) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা (C.B.D)।
- (ii) পাইকারী ও হালকা শিল্প এলাকা (Wholesaling and Light Manufacturing Zone)।
- (iii) নিম্ন শ্রেণির আবাসিক এলাকা (Low Class Residential Zone)।
- (iv) মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবাসিক এলাকা (Middle Class Residential Zone)।
- (v) উচ্চশ্রেণির আবাসিক এলাকা (High Class Residential Zone)।
- (vi) ভারী শিল্প এলাকা (Heavy Industrial Zone)।
- (vii) প্রান্তীয় বাণিজ্য এলাকা (Outlying business area)।
- (viii) প্রান্তীয় আবাসিক এলাকা (Outlying Residential Area)।
- (ix) প্রান্তীয় শিল্প এলাকা (Outlying Industrial Area)।



চিত্র 2.3

(i) **কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা (Central Business District or C.B.D) :** Central Business District is the heart of the city and it is the Central Zone of Commercial activities. কোনো নগরের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হল কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা। জাতীয় সড়ক কিংবা প্রধান রাজপথের সংযোগ স্থলে C.B.D গড়ে ওঠে। জমির দাম ও খাজনা এই অঞ্চলে বেশি হয়। এলাকার কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। তবে এর আকার আয়তাকার বৃত্তাকার কিংবা অর্ধবৃত্তাকারের, মতো হয়। বিবাদি বাগ বা ডালহোসী স্কোয়ার হল কলকাতা মহানগরীর C.B.D এলাকা বা অঞ্চল।

(ii) **পাইকারী ও হালকা শিল্প এলাকা (Wholesaling and Light Manufacturing Zone) :** কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকার নিকটবর্তী একটি অঞ্চল থাকে। এখানে দূরপাল্লার বাস টার্মিনাল, রেলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পাইকারী ও হালকা শিল্প এলাকা বা কলকারখানা লক্ষ করা যায়। বড়ো বড়ো গুদাম, পরিবহন দপ্তর ইত্যাদি অবস্থান করে।

(iii) **নিম্নশ্রেণির আবাসিক এলাকা (Low Class Residential Zone) :** প্রধানত শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে নিম্নশ্রেণির আবাসিক এলাকা তৈরি হয়েছে। নগরের বিভিন্ন কলকারখানায় এরা কাজ করে। পাইকারী এবং হালকা শিল্প এলাকার নিকটবর্তী জায়গায় এই এলাকা অবস্থান করছে।

(iv) **মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবাসিক এলাকা (Middle Class Residential Houses Area) :** কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা এবং শহরতলীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে শিল্প-কলকারখানা থেকে দূরে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করেন।

(v) **উচ্চশ্রেণির আবাসিক এলাকা (Higher Class Residential Area) :** নগর-কেন্দ্রের ভিড়, হট্টগোল, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে বেশ দূরে উন্মুক্ত ও দূষণ মুক্ত পরিবেশে উচ্চশ্রেণির আবাসিক এলাকা গড়ে ওঠে। সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিগণ এই অঞ্চলে বসবাস করেন।

(vi) **ভারী শিল্প এলাকা (Heavy Industrial Area) :** নগরের বাইরের বলয়ে রেলস্টেশন, নদী, কিংবা সমুদ্র বন্দর সংলগ্ন এলাকায় ভারী শিল্প গড়ে ওঠে।

(vii) **প্রান্তীয় বাণিজ্য এলাকা (Outlying Business Area) :** যেসব জায়গায় উচ্চশ্রেণির আবাসিক অঞ্চল আছে তার আশেপাশে প্রান্তীয় বাণিজ্য এলাকা গড়ে ওঠে। এখানে বসবাসকারী উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের ক্রেতাদের ওপর নির্ভর করে বাণিজ্যিক কাজকর্ম গড়ে ওঠে। এমনকি নানা ধরনের বিনোদনমূলক ব্যবস্থা এখানে থাকে।

(viii) **প্রান্তীয় আবাসিক এলাকা (Outlying Residential Area) :** নগরের সীমানায় গ্রামীণ পরিবেশে আবাসিক শহরতলী গড়ে ওঠে। এখানে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত উভয় সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করেন।

(ix) **প্রান্তীয় শিল্প এলাকা (Outlying Industrial Area) :** নগরের সীমানায় একেবারে বাইরের দিকে ভারী শিল্প এলাকার সঙ্গে প্রান্তীয় শিল্প এলাকা গড়ে ওঠে।

2.9. শহরের কায়িক গঠন (Morphology of City) :

■ এককেন্দ্রিক মতবাদ, বৃত্তকলা মতবাদ এবং বহুকেন্দ্রিক মতবাদের তুলনা :

এককেন্দ্রিক মতবাদ	বৃত্তকলা মতবাদ	বহুকেন্দ্রিক মতবাদ
(i) এই তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন বার্জেস। 1923 খ্রিস্টাব্দে তিনি এই তত্ত্বের প্রবর্তন করেন।	(i) বৃত্তকলা মতবাদের প্রবক্তা হলেন হোমার হুইট। তিনি 1939 খ্রিস্টাব্দে এই তত্ত্বটি প্রবর্তন করেন।	(i) হ্যারিস এবং উলম্যান এই তত্ত্বটি 1945 খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তন করেন।
(ii) শহরের বিস্তার একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে ক্রমশ বাইরের দিকে বিস্তার লাভ করে।	(ii) শহরের বিস্তার এক-একটি অক্ষ দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন -- নদীপথভিত্তিক,	(ii) শহরের বিস্তার কোনো নির্দিষ্ট জ্যামিতিক নকশা মেনে হয় না। শহরের বিস্তার বিভিন্ন কেন্দ্রকে

তৃতীয়ত, বার্জেস ও হ্যারিস উলম্যালের তত্ত্বে নির্দিষ্ট কেন্দ্রকে নির্ভর করে শহর গড়ে উঠতে দেখা যায়।

চতুর্থত, দুটি তত্ত্বের মধ্যে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলের বা C.B.D (Central Business District) অবস্থান দেখা যায়।

পঞ্চমত, বিভিন্ন বসতি এলাকা, শিল্পাঞ্চল, দৈনিক যাত্রীবলয় প্রভৃতির অবস্থান দুটো তত্ত্বের মধ্যে লক্ষ করা যায়।

ষষ্ঠত, দুটি তত্ত্বেই লক্ষণীয় যে, শহরের বৃদ্ধির ফলে তার চারপাশের গ্রাম্য এলাকা এমনকি ছোটো ছোটো শহরও গ্রাসের কবলে পড়ে।

২.১০. শহরের ক্রিয়ামূলক গঠন (Functional Morphology of Town) :

কোনো একটি শহর একটি বা দুটি কার্যাবলির জন্য প্রসিদ্ধ হলেও এমন বহু শহর আছে যেখানে অসংখ্য অর্থনৈতিক কার্য পরিচালিত হয়। যেমন— কলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাই এই শহরগুলিতে বিভিন্ন ধরনের কাজ লক্ষণীয়।

■ কলকাতা মহানগরী :

হুগলি নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী এবং ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মহানগর। এখানে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্য পরিচালিত হচ্ছে।

- (i) রাজ্যের রাজধানী বলে এখানে প্রশাসনিক কার্য, কোর্টের কাজ, সরকারি অফিস, কলেজ ও বিশ্ব বিদ্যালয়ের কার্যাবলি পরিচালিত হয়।
- (ii) কলকাতায় হুগলি নদীর উভয় তীরে হুগলি শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। ফলে শিল্পকর্ম এখানে প্রত্যহ চলে।
- (iii) কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালিত হয়।
- (iv) অসংখ্য পরিবহন ও পর্যটন সংস্থার অফিস এখানে অবস্থিত। ফলে এসব দপ্তরের কার্য পরিচালিত হয়।
- (v) ফলতা মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গঠনের পরে কলকাতা মহানগরী একটি বাণিজ্য অঞ্চলে রূপান্তরিত হয়েছে।
- (vi) পরিশেষে বলা যায় যে বৃহত্তর মহানগরীর সম্প্রসারণ কার্য সর্বদা ঘটছে। ফলে নগরায়ণের জন্য রেলপথ ও সড়কপথের সম্প্রসারণ, মেট্রোরেলপথের সম্প্রসারণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কার্য পরিচালিত হচ্ছে।

২.১১. কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চল (Central Business District) :

Central Business District (C.B.D)— প্রকৃতপক্ষে একটি আমেরিকান term যার অর্থ হল “নগরের কেন্দ্রস্থল” (the heart of the city)। কিন্তু বর্তমানে এই ‘term’টি অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। কোনো শহরের/ নগরের কেন্দ্রস্থল যেখানে বাণিজ্যিক কার্য, সামাজিক কার্য ও পৌর জীবনযাত্রা প্রণালী গড়ে ওঠে তাকেই কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চল হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে।

বৈশিষ্ট্য : শহর এলাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হল C.B.D. C.B.D অঞ্চলের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- (i) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলে বিভিন্ন দ্রব্যের পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা গড়ে ওঠে। বিভিন্ন ধরনের অফিসের কার্যাবলি সম্পূর্ণ প্রাধান্য লাভ করে। এখানে নিম্নলিখিত কর্ম পরিলক্ষিত হয়—
 - (a) বিভিন্ন দ্রব্যের গুদামঘর এখানে গড়ে ওঠে। এখানে ওইসব দ্রব্য মজুত করে রাখা হয়।
 - (b) এক-এক ধরনের দ্রব্যের অনেকগুলি দোকান অবস্থান করে।

- (c) অনেক বড়ো বড়ো বাণিজ্যিক সংগঠনের/ কোম্পানির প্রধান অফিস ও শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলের মধ্যে।
- (d) অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান (Financial institutions) — সরকারি কিংবা বেসরকারি উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়।
- (e) সরকারি অফিস এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন অফিস গড়ে ওঠে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলে।
- (f) বিভিন্ন বিমা অফিসের কার্যাবলি, হিসাব (audit/accounting) কিংবা অডিট সংক্রান্ত কাজকর্ম, আইনকার্য পরিচালনা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়।
- (g) বিনোদনমূলক কার্যাবলিও পরিলক্ষিত হয় এখানে। যেমন— সিনেমা হল, থিয়েটার হল, নাট্যমঞ্চ প্রভৃতি দেখা যায়।
- (h) অত্যন্ত বিলাসবহুল হোটেল, রেস্টোরা ও কাফে (cafes) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় এখানে।

►(ii) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলি পাশাপাশি দেখা যায়। একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কাজগুলি অধিক মাত্রায় গড়ে ওঠে। কিছু বিশেষ ধরনের দোকান এবং পরিসেবামূলক কার্যাবলি একসঙ্গে এবং সুসংহতভাবে গড়ে ওঠে এখানে। অর্থনৈতিক কার্যক্ষেত্র, বিনোদনমূলক ক্ষেত্র/ অঞ্চল, শপিং অঞ্চল প্রভৃতি পাশাপাশি অবস্থান করে।

►(iii) শহর/ নগর অঞ্চলের সঙ্গে C.B.D. অঞ্চলের যোগাযোগ-যাতায়াত ব্যবস্থা সবচেয়ে সহজ হবে। এই অঞ্চল থেকে বিভিন্ন দিকে রাস্তাঘাট সম্প্রসারিত হবে। অনেকক্ষেেেে বিভিন্ন দিক থেকে সড়কপথ ও রেলপথ এইস্থানে এসে মিলিত হয়। এজন্য বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে C.B.D. এলাকায় আসার জন্য আকৃষ্ট করে। রাস্তার ঘনত্ব যেমন বেশি, তেমনি যানবাহনের প্রবাহের হারও অনেক বেশি।

►(iv) চারপাশের সমস্ত অঞ্চলের বিভিন্ন আর্থসামাজিক গোষ্ঠী থেকে শ্রমিক এবং ক্রেতাগণ C.B.D. অঞ্চলে আসেন। যাতায়াতের সুগম্যতা এবং অন্যান্য আকর্ষণীয় উপাদানগুলি সাধারণ মানুষকে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলে আসার জন্য আকৃষ্ট করে।

►(v) নগরের মধ্যে এই অঞ্চলেই জমির দাম সবচেয়ে বেশি হয়। কারণ এই অঞ্চলে জমি পাওয়ার জন্য সর্বদা তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলের কেন্দ্র “Peak Land Value Intersection (PLVI)” নামে পরিচিত। দুটি কিংবা তার বেশি প্রধান বাণিজ্য সড়কের সংযোগ স্থলে ‘PLVI’ অবস্থান করে। এখানে জমি ব্যবহার ও তাকে বাণিজ্যিক কাজে লাগিয়ে প্রচুর মুনাফা পাওয়া যায়।

►(vi) জমির দাম এই অঞ্চলে সর্বাধিক হয়। এই জন্য এখানে জমিকে যাতে বেশি মাত্রায় ব্যবহার করা যায় সেজন্য সবচেয়ে উঁচু উঁচু ঘরবাড়ি/ অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়। সবচেয়ে ছোটো একখণ্ড জমি থেকেও প্রচুর আর্থিক লাভ হয়।

►(vii) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলের অট্টালিকাগুলি বহুমুখী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। ভূমিতে যেসব দোকান গড়ে ওঠে সেইসব দোকানের পাশ দিয়ে যাত্রীগণ যাতায়াতের পথে বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় করেন। উঁচু তলার ঘরগুলি বিভিন্ন অফিস ও বসতবাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই কারণে কলকাতা, মুম্বাই প্রভৃতি মহানগরের অনুভূমিক সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে উল্লম্ব সম্প্রসারণও ঘটছে।

►(viii) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলে জমি থেকে সবথেকে বেশি আর্থিক লাভ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলে এখানকার জমিতে বারবার গৃহ পুননির্মাণের প্রক্রিয়া চলে। এমনকি পুরাতন ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়ে নতুন নতুন অট্টালিকা নির্মাণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। অর্থাৎ, বসতগৃহ কিংবা অন্যান্য অফিসের আধুনিকীকরণ সর্বদা চলতে থাকে।

►(ix) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলে মানুষের বসবাসের পরিমাণ কম। কারণ এই অঞ্চলে জমির দাম কিংবা বাড়ির পরিমাণ অনেক বেশি। ফলে বাণিজ্যিক কার্যাবলি বেশি মাত্রায় গড়ে ওঠে। তবে প্রাচ্যের দেশগুলিতে বিশেষ করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে আর্থসামাজিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কারণে কেন্দ্রীয়

বাণিজ্য অঞ্চলেও অধিক জনবসতি গড়ে ওঠে। এখানকার রাস্তাঘাটগুলিতে ছুটির দিনে প্রচুর জনসমাগম হয়। প্রধানত সপ্তাহ শেষে ছুটি কাটানো কিংবা বিনোদনের জন্য মানুষ এখানে আসেন।

(x) জমির অত্যধিক মূল্যের জন্য এখানে শ্রমশিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। কারণ এর জন্য প্রচুর পরিমাণ জমির প্রয়োজন। এই জমির দাম দিয়ে শিল্প/ কলকারখানা স্থাপন করা খুব কষ্টদায়ক। প্রাচীন ও প্রথাগত কিছু শিল্প এখানে গড়ে ওঠে, যেমন— হিরা কাটার কারখানা, বস্ত্রবয়ন কেন্দ্র, সোনার দোকান ইত্যাদি।

(xi) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলের আয়তন ও বিস্তার এক নগর থেকে অন্য নগরের ক্ষেত্রে পৃথক হয়। বড়ো বড়ো মহানগরগুলিতে C.B.D. অঞ্চলের আয়তন ও বিস্তার দুটোই অনেক বেশি হয়। একইভাবে ক্ষুদ্র শহর/ নগরগুলির ক্ষেত্রে C.B.D. অঞ্চলের আয়তন ও বিস্তার কম হয়। C.B.D অঞ্চলের আকৃতি এবং অবস্থানও এক শহর থেকে অন্য শহরে আলাদা হয়। C.B.D সর্বদাই যে শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করবে তার কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই।

(xii) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চল সর্বদাই গতিশীল চরিত্রের হয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে C.B.D অঞ্চলের স্থানান্তরও ঘটে থাকে। যেমন— কলকাতার C.B.D অঞ্চল একসময় ছিল বড়বাজার। কিন্তু বর্তমানে ডালহৌসি স্কোয়ার বা B.B.D Bag কলকাতার C.B.D অঞ্চল। আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে C.B.D অঞ্চলের আকৃতি, গঠন, বাহ্যিক আকার, আয়তন, সামাজিক বিন্যাস প্রভৃতির মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

কোনো নগর গঠনের পুনর্বিন্যাস যদি চলতে থাকে তখন নতুন গৃহ নির্মাণ, রাস্তাঘাটের সম্প্রসারণ, নতুন নতুন জনসমাগম, বিভিন্ন অফিস ও গুদামঘরের স্থানান্তর ঘটতে থাকে। এভাবে C.B.D অঞ্চলের অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটে। ফলে নতুন C.B.D অঞ্চল গঠন এবং পুরোনো অঞ্চলের স্থানান্তর প্রক্রিয়া একসঙ্গে চলতে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় C.B.D-র পুনর্বিন্যাস। C.B.D-র পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া বোঝা যায় “Zone of assimilation এবং zone of discard” দেখে। পুরোনো C.B.D অঞ্চলকে অনেকক্ষেত্রে ‘twilight zone’ বলা হয়।

সাম্প্রতিক কালে C.B.D-র আরও কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। যেমন— কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলের কেন্দ্রের আয়তন ক্রমশ ছোটো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু C.B.D-র চারপাশের সীমানার বিস্তার ঘটছে। এর ফলে C.B.D অঞ্চলের আকৃতি অনেকক্ষেত্রে অঙ্গুরিয়াকার (ring shaped) হচ্ছে।

অনেকক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলে জনাকীর্ণতা, উচ্চমাত্রায় বায়ু ও শব্দ দূষণ, টেলিকমিউনিকেশনের উন্নতি ও যাতায়াত ব্যবস্থার সম্প্রসারণজনিত কারণে অনেকক্ষেত্রে বাণিজ্যিক কার্যাবলি, সরকারি অফিস কিংবা বেসরকারি অফিস শহরের বাইরের দিকে গড়ে উঠছে। ফলে C.B.D ‘মৃত কেন্দ্রে’ (dead heart) পরিণত হচ্ছে। আমেরিকার বহু শহরে এধরনের চিত্র দেখা যায়।

2.11.1. কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলের গুরুত্বের পরিবর্তন

(The Changing Importance of the C.B.D.) :

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলের প্রথাগতভাবে যেসব গুরুত্ব ছিল বর্তমানে সেটি কমে যাচ্ছে অনেকক্ষেত্রে। শহরের সীমানা অঞ্চলের সম্প্রসারণ এবং সেখানে বড়ো বড়ো ‘Shopping’ মলের অবস্থান কিংবা নগরের বিকেন্দ্রীভবন প্রভৃতি C.B.D অঞ্চলের গুরুত্ব হ্রাস করে চলেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ব্রিটেনের কয়েকটি শহরে বিগত তিন দশক ধরে এরকম ঘটনা ঘটেছে। C.B.D অঞ্চলের অবলুপ্তি পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকার রাজনৈতিক এবং নগর বাস্তুকারদের নিকট দুশ্চিন্তার বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

C.B.D-র অবলুপ্তির কারণগুলি হল—

- (i) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলে জমির উচ্চ দাম এবং অটালিকা ভাড়া কিংবা বিক্রয়মূল্য অনেক বেশি।
- (ii) ব্যবসায়িক কার্যাবলির প্রসারের জন্য প্রচুর জায়গা দরকার হয়। কিন্তু C.B.D অঞ্চলে পর্যাপ্ত জায়গার অভাব দেখা যায়।

পর Kneedler Ohlson আমেরিকার যেসব শহরের জনসংখ্যা দশ হাজার কিংবা তার বেশি তাদের কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন।

Ohlson কার্যাবলির প্রেক্ষিত শহরকে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন—

- (i) সরকারি কেন্দ্র; (ii) রিসর্ট শহর; (iii) অবসরকালীন সময় কাটানোর শহর প্রভৃতি।

■ John Webb এবং Maxwell এর শ্রেণিবিভাগ :

জন ওয়েব আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা শহরের গবেষণায় কোনো শহরের কার্যাবলির বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সম্মান পান। তিনি বলেন, "The importance of a function in urban area should be evaluated relative to the status of that function in other towns." কোনো শহরের মোট লোকসংখ্যার কত শতাংশ কোনো একটি নির্দিষ্ট পেশায় যুক্ত আছেন তার প্রেক্ষিতে ওই শহরের কোনো কার্যাবলির গুরুত্ব বোঝা যায়। কোনো শহরের কোনো নির্দিষ্ট কাজ অন্য শহরের নিকট কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটি অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

ওয়েব কার্যাবলি সূচক (Functional Index) ব্যবহার করেছেন শহরের কার্যাবলির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে।

$$\text{কার্যাবলি সূচক (Functional Index)} = \frac{\text{কোনো কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির \% (P)}}{\text{ওই শহরের কর্মে নিযুক্ত (MP) গড় ব্যক্তির পরিমাণ}}$$

ওয়েব বিভিন্ন মানচিত্রে মাধ্যমে পাইকারী ও খুচরো বিক্রয়কেন্দ্র পেশাগত বিভিন্ন কেন্দ্র পরিবহণ কেন্দ্র, শিল্পকেন্দ্র, খনি উত্তোলন কেন্দ্র প্রভৃতি নির্দিষ্ট Functional Index-এর মাধ্যমে দেখিয়েছেন।

তিনি পরবর্তীকালে 'Specialisation Index' ব্যবহার করেছেন। এই বিশেষ সূচকের মান তিনি কোনো শহরের মোট কার্যাবলির সূচককে 100 দিয়ে ভাগ করে পেয়েছেন। বিশেষ কার্যাবলির সূচকের মান 100 এর কাছাকাছি হলে, বিশেষ কার্যাবলি সূচকের মাত্রা কম তীব্রতা সম্পন্ন হবে।

ম্যাক্সওয়েল কানাডার শহরগুলিতে গবেষণাকালে দেখেন যে, শহরের কার্যাবলির গঠন অনেকটা জীবিকার গঠনের সঙ্গে মিল রয়েছে। ম্যাক্সওয়েল গবেষণা থেকে আরও জানতে পারেন যে, যে শহরের সীমানার যত বেশি সম্প্রসারণ ঘটবে ওই শহরের তত বেশি সংখ্যক কাজ বা জীবিকার সুযোগ পাওয়া যাবে। কোনো শহরের কার্যাবলির চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ম্যাক্সওয়েল তিন ধরনের কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন—

- (i) প্রধান কার্যাবলি (dominant functions)
- (ii) বিভিন্ন কার্যাবলি (distinctive functions) এবং
- (iii) বিশেষ ধরনের কাজের তীব্রতা (degree of functional specialisation)

এভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে ম্যাক্সওয়েল কানাডার শহরকে সাতটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন—

- (i) পাইকারী ব্যবসাকেন্দ্রিক শহর (retail trade town)
- (ii) সম্প্রদায় পরিসেবা (community service)
- (iii) উৎপাদনমূলক শহর (manufacturing town) — 1
- (iv) উৎপাদনমূলক শহর (manufacturing town) — 2
- (v) পরিবহণ শহর (transportation town)
- (vi) সরকারি কর্মমূলক শহর (government Service) এবং
- (vii) নিষ্কাশনমূলক শহর (extraction town)

■ Richard Forstall-এর শ্রেণিবিভাগ :

রিচার্ড ফরস্টাল সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে আমেরিকান শহরের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। তিনি আমেরিকান শহরকে 4টি শ্রেণিতে ভাগ করে তাদের বিবরণ দিয়েছেন।

1. খনি শহর (Mining and Quarrying town) : প্রধানত বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান খনিজ সম্পদ উত্তোলনকে কেন্দ্র করে খনি শহর গড়ে ওঠে। খনি থেকে সোনা, রূপা, আকরিক লৌহ, টিন, বক্সাইট, জিঙ্ক, অ্যাসবেস্টস, লবণ প্রভৃতি উত্তোলন করা হয়। কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি শক্তি সম্পদও আহরণ করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গ, সুইডেনের কিরুনা, অস্ট্রেলিয়ার কুলগার্লি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া, ভারতের বোকারো খনি শহরের উদাহরণ।

2. শিল্প শহর (Industrial Town) : এই ধরনের শহরগুলিতে বিভিন্ন ধরনের শিল্পদ্রব্য উৎপাদিত হয় এবং কারখানাগুলি সর্বদা উৎপাদনমূলক কাজে নিযুক্ত থাকে। কাঁচামাল ব্যবহার করে কলকারখানাগুলি দ্রব্য উৎপাদন করে থাকে। এই শিল্প কিংবা শহরকেন্দ্র রেল এবং সড়কপথের মাধ্যমে যুক্ত হয়। ইংল্যান্ডের হ্যালিফাক্স, বার্মিংহাম, গ্লাসগো শহর, জার্মানির এসেন, জাপানের ওসাকা, নাগাসাকি, সি.আই.এস-এর ম্যাগনেটোগরান্স, খারকভ, টুলা, U.S.A-র ইয়নস্টাউন, পিটসবার্গ, চিকাগো, ভারতের কানপুর, মুম্বাই, কলকাতা শিল্প শহরের উদাহরণ।

3. পরিবহন শহর (Transport town) : পরিবহন শহরগুলিতে পরিবহণের যন্ত্রাংশ বহন করা হয়। প্রধান পরিবহন জংশন হিসেবে কাজ করে। এই ধরনের শহরগুলি রেলপথ, রাস্তা বা সড়কপথ অথবা জলপথের সংযোগস্থলে অবস্থান করে।

(i) বিভিন্ন ধরনের পরিবহন শহরগুলি হল—

বিভিন্ন অটোমোবাইল দ্রব্যের উৎপাদন কেন্দ্র— উদাহরণ ডেট্রয়েট;

বিমানের যন্ত্রাংশ উৎপাদন কেন্দ্র— সিয়াটল;

রেলের যন্ত্রাংশ উৎপাদন কেন্দ্র— ফিলাডেলফিয়া; চিগুরঞ্জুন(পশ্চিমবঙ্গ)

(ii) রাস্তা পরিবর্তনের কেন্দ্রস্থলে গড়ে ওঠা শহরকেন্দ্র—

ঋষিকেশ, জম্মু, কাঠগুদাম(ভারত); ব্রেক অফ বাঙ্ক পয়েন্টে গড়ে ওঠা শহর— চেন্নাই, কলকাতা, মুম্বাই, শিলিগুড়ি; লন্ডন (U.K); সাংহাই(চীন); বাফেলো(ইউ.এস.এ)।

(iii) দুটি রাস্তার মিলনস্থলে গড়ে ওঠা শহর: আগ্রা, নাগপুর(ভারত); প্যারিস(ফ্রান্স); বার্লিন(জার্মানি)।

4. বাণিজ্যিক শহর (Commercial Town) : বাণিজ্যিক শহরে বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক কাজকর্ম গড়ে ওঠে। যেমন—

(i) কৃষিজাত দ্রব্যের বাজার শহর— U.S.A-র উইনিপেগ এবং কানসাস শহর; ডেনমার্কের হানসেন শহর।

(ii) ব্যাংকিং এবং অর্থনৈতিক কেন্দ্র: জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট; নেদারল্যান্ডের আমস্টারডাম; লেবাননের বেইরুট, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, ভারতের মুম্বাই প্রভৃতি।

(iii) দেশের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত বৃহৎ শহরকেন্দ্র: এখানে বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলি গড়ে ওঠে। উদাহরণ— ম্যাঞ্চেস্টার এবং সেন্টলুই।

(iv) বন্দর শহর : সমুদ্র, হ্রদ, নদীর তীরে গড়ে ওঠা বন্দরকে কেন্দ্র করে বন্দর শহর গড়ে ওঠে। যেমন— সমুদ্র বন্দর— টোকিয়ো, নিউইয়র্ক, লন্ডন;

নদী বন্দর— কলকাতা, সাংহাই;

হ্রদ— মিচিগান হ্রদের তীরে অবস্থিত চিকাগো শহর।

5. প্রশাসনিক শহর (Administration town): কোনো দেশের বা রাজ্যের রাজধানী সর্বদা প্রশাসনিক শহর হিসেবে পরিগণিত হয়। এসব রাজধানী শহরগুলিতে বিভিন্ন অফিসিয়াল ও প্রশাসনিক স্তরের কাজকর্ম গড়ে ওঠে। জাতীয় রাজধানী অঞ্চল এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন— প্যারিস, লন্ডন, ব্রাসিলিয়া, ক্যানবেরা, নতুন দিল্লি প্রশাসনিক শহরের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাজ্য রাজধানীগুলিতেও শহর গড়ে ওঠে। উদাহরণ— ভিক্টোরিয়া (ব্রিটিশ কলম্বিয়া); কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)।

6. প্রতিরক্ষা শহর (Defence Town) : প্রতিরক্ষা শহরগুলিতে সৈন্যবাহিনীদের থাকার Base Camp থাকে। সেখানে সৈন্যদের থাকা, ট্রেনিং, শহরকে নিরাপত্তা প্রদান প্রভৃতি সংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করতে

হয়। অনেকক্ষেত্রে এসব শহরকে 'garison town' বলা হয়। ইংল্যান্ডের পোর্টসমাউথ এবং প্রিমাউথ; কানাডার নোভাস্কোসিয়া এবং হ্যালিফ্যাক্স; জার্মানির বার্লিন, ভারতের পাঁচমারি প্রতিরক্ষা শহরের উদাহরণ।

7. সাংস্কৃতিক শহর (Cultural Town) : যেসব শহরে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মধারা গড়ে ওঠে তাকে সাংস্কৃতিক শহর বলে। শিক্ষা, কলা, ধর্ম প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলি গড়ে ওঠে। উদাহরণ— কেন্দ্রিজ এবং অক্সফোর্ড(ইংল্যান্ড); বারাণসী(ভারত) প্রভৃতি। ধর্মীয়কেন্দ্র যেমন— মক্কা, জেরুসালেম, রোম প্রভৃতি সাংস্কৃতিক শহরের অন্তর্গত।

8. স্বাস্থ্য এবং বিনোদনমূলক শহর (Health and Recreation Town) : কিছু কিছু শহর আছে যেখানে মানুষ বিনোদন এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিশ্রাম নেওয়ার কাজ করেন। এরকম কিছু বিনোদনমূলক শহর হল— Stratford-on-Avon উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের জন্মস্থান; হপিউড(ক্যালিফোর্নিয়া), দার্জিলিং, মুসৌরি, নৈনিতাল (ভারত) প্রভৃতি।

2.16.5. ভারতীয় নগরের কার্যভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

(Functional Classification of Indian Cities) :

শহরের শ্রেণিবিভাগের বিভিন্ন পদ্ধতি কিংবা ভিত্তিগুলি প্রধানত আমেরিকার শহরের শ্রেণিবিভাগকে অনুসরণ করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটেছে। ভারতীয় শহরগুলির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীগণ, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ এবং অর্থনীতিবিদগণ ভারতীয় শহরের কার্যভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ করেছেন।

● অশোক মিত্রের শ্রেণিবিভাগ : 1964খ্রিঃ অশোক মিত্র ভারতীয় শহরগুলিকে নির্দিষ্ট কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। তাঁর শ্রেণিবিভাগ 1973 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 1961 খ্রিস্টাব্দের 'Census data'-র ওপর ভিত্তি করে তিনি এই কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। 1981 খ্রিস্টাব্দে তিনি আবার বিশদভাবে এবং নতুন কিছু দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে ভারতীয় শহরগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর দ্বিতীয় শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি ছিলেন 1961 এবং 1971 খ্রিস্টাব্দের 'Census data'-র ব্যবহার।

● 1964 খ্রিঃ শ্রেণিবিভাগ : ভারতের Census Commission-এর Registrar General হিসেবে 1964 খ্রিস্টাব্দে অশোক মিত্র বিভিন্ন কার্যাবলির ওপর নির্ভর করে ভারতীয় শহরগুলির শ্রেণিবিভাগ করেছেন। প্রধানত শিল্পের বিভিন্ন শ্রেণিতে কী ধরনের শ্রমিক কাজ করেন তার ওপর নির্ভর করে তিনি 1961 এবং 1971-এর Census data থেকে তথ্য নিয়ে এই কাজ সম্পন্ন করেছেন।

● শহরের প্রধান কার্যাবলির ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা শহরের শ্রেণিবিভাগ :

Census ভিত্তিক Industrial Category	বর্ণনা
I	কৃষিকাজ
II	কৃষি শ্রমিকের কাজ
III	বনসৃজন, মাছ ধরা, বাগিচা ফসল উৎপাদন, খনিজ সম্পদ আহরণ ইত্যাদি।
IV	Household Industry
V	শ্রমশিল্পকর্ম (Household Industry ছাড়া)
VI	পরিকাঠামো নির্মাণমূলক কর্ম (constructional activities)
VII	ব্যাবসাবাগিজ্য
VIII	পরিবহণ, মালপত্র মজুত করা, যোগাযোগ এবং পরিসেবামূলক কাজ।

টেবিলে উল্লিখিত শ্রেণিতে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণির শহরে কৃষিকাজ এবং কৃষি শ্রমিকের কাজ সম্পূর্ণভাবে non-urban activity-র মধ্যে পড়ে।